সংবাদ

তারিখ 25 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রথম মেধা তালিকা প্রকাশ আজ

- প্রতারণার অভিযোগে ২২ কলেজ অধ্যক্ষকে বোর্ডে তলব
- দায় স্বীকার করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে ৫ কলেজ
- ঢাকা বোর্ডের ৬৫ কলেজে আবেদন পড়েছে ২০টিরও কম

রাকিব উদ্দিন

আজ একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তালিকা প্রকাশ হচ্ছে। আর আগামী ২ জুলাই ভর্তির দ্বিতীয় মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রথম তালিকায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ৩০ জুনের মধ্যে ভর্তি হতে হবে। তবে কোন শিক্ষার্থী এক বা দুই নম্বর চয়েস (পছন্দ) কলেজে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চম চয়েসের কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়ে ভর্তি না হলে তাদের দ্বিতীয় মেধা তালিকার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সেক্ষেত্রে তাদেরকে অনলাইনে বোর্ডের আবেদন ফরম পূরণ করে বলতে হবে।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আসফাকুস সালেহীন সংবাদকে বলেন, 'কোন শিক্ষার্থী প্রথম মেধা তালিকা অনুযায়ী ভর্তি না হলে তাদের মাইগ্রেশন উইথ সেকেন্ড মেরিট লিস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অনলাইনে আবেদন করে তাদের বলতে হবে আমি প্রথম তালিকার তৃতীয় বা চতুর্থ চয়েসে ভর্তি হতে ইচ্ছুক নই। এতে আসন শূন্য থাকা সাপেক্ষে তাদের দ্বিতীয় মেরিট লিস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

একাদশ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

একাদশ : শ্রেণীতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আর দ্বিতীয় মেধা তালিকায় যারা ভর্তির সুযোগ পাবে তাদেরকে ৪ ও ৫ জুলাইয়ের মধ্যে ভর্তি হতে হবে বলে জানান কলেজ পরিদর্শক।

ভর্তি প্রতারণা, ২২ অধ্যক্ষকে আজ বোর্ডে তলব :

কলেজে ভর্তি জালিয়াতি ও প্রতারণার দায়ে এবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ৬টি এবং যশোর শিক্ষা বোর্ডের ১৬টি কলেজকে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ২২টি কলেজের অধ্যক্ষকে আজ সকাল সাড়ে ৯টায় দুই শিক্ষা বোর্ডে তলব করা হয়েছে।

এছাড়া ঢাকা বোর্ডের পাঁচটি কলেজকে সতর্ক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই কলেজগুলোর পক্ষ থেকে প্রতারণার দায় স্বীকার করে শিক্ষা বোর্ডের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া হয়েছে।

আজ ঢাকার যে ৬টি কলেজের অধ্যক্ষকে বোর্ডে ডাকা হয়েছে সেগুলো হলো নারায়ণগঞ্জের আমলাপাড়া গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকার দক্ষিণখানের মোল্লারটেক উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, টঙ্গীর শাহাজ উদ্দিন সরকার মডেল উচ্চ বিদ্যালয় অ্যান্ড কলেজ, টঙ্গী সিটি কলেজ, নরসিংদীর সাটিরপাড়া কেকে ইনস্টিটিউশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং উত্তরার মাইলেসিয়াম কলেজ। আর যে পাঁচটি কলেজের কর্তৃপক্ষ বোর্ডের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছে সেগুলো হলো ক্যামব্রিয়ান কলেজ, কিংস কলেজ, মেট্রোপলিটন কলেজ, উইনসাম কলেজ এবং শ্যামলী আইডিয়াল কলেজ। এর মধ্যে প্রথম চারটি কলেজের মালিক একই ব্যক্তি।

পাঁচটি কলেজকে ক্ষমা করে দেয়ার বিষয়ে কলেজ ঢাকা বোর্ডের পরিদর্শক ড. আসফাকুস সালেহীন বলেন, 'তারা তাদের দোষ স্বীকার করে বোর্ডের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে ভবিষ্যতে আর এই অপরাধ করবে না। এজন্যই তাদের ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।'

যশোরে ১৬ কলেজ অধ্যক্ষকে তলব :

অনলাইনে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি বিষয়ে প্রতারণার অভিযোগে ১৬ কলেজ প্রধানকে যশোর শিক্ষা বোর্ডে তলব করা হয়েছে। আজ ২৫ জুন শিক্ষা বোর্ডের তদন্ত কমিটির সামনে হাজির হয়ে তাদের অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে। এর আগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে শোকজ করা হলেও জবাবে সন্তুষ্ট হয়নি যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড।

তলব করা কলেজগুলো হচ্ছে যশোরের চৌগাছা উপজেলার চৌগাছা ডিগ্রি কলেজ, একই উপজেলার মুধাপাড়া মহিলা কলেজ, পাশাপোল আমজামতলা কলেজ, এবিসিডি কলেজ, হাকিমপুর মহিলা কলেজ, জিসিবি কলেজ, সদরের তালবাড়িয়া কলেজ, বসুন্দিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং বাঘারপাড়ার নারিকেলবাড়িয়া কলেজ। এছাড়া এ তালিকায় রয়েছে মাগুরার আড়পাড়া কলেজ, খুলনার পাইকগাছা উপজেলার লক্ষীখোলা কলেজিয়েট স্কুল, পাইকগাছার ডাক্তার এসকে বাকার কলেজ, খুলনার আশরাফুল আইডিয়াল কলেজ; সাতক্ষীরার কলারোয়ার ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবর রহমান কলেজ, ঝিনাইদহের কাঞ্চননগর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং মহেশপুরের ডাক্তার সাইফুল ইসলাম কলেজ।

বেকায়দায় শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কলেজ :

এবার অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তি প্রক্রিয়ার কারণে বেকায়দায় পড়তে যাচ্ছে শিক্ষা ব্যবসায়ী মালিকানাধীন কলেজ এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অনুমোদন পাওয়া কলেজগুলো। এসব কলেজ সদ্য এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন জেলায় কমপক্ষে ৬৫টি কলেজ আছে, যেগুলোতে এবার ২০ জনেরও কম শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেছে। রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতির কারণে বিগত দু'তিন বছরে অনুমোদন পাওয়া ৩৩টি কলেজে এবার কোন শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদনই করেনি বলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-কলেজ পরিদর্শক অদ্বৈত কুমার রায় সংবাদকে বলেন, 'ঢাকার কয়েকটি কলেজ আছে, যেগুলোতে মাত্র ৪/৫ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেছে। নতুন অনুমোদন পাওয়া কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।'

গত ৬ জুন শুরু হয়ে ২১ জুন শেষ হয়েছে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদন। ঢাকা শিক্ষা বোর্ড জানায়, এবার ঢাকা বোর্ডে অনলাইনে ও এসএমএসের মাধ্যমে আবেদন করেছে তিন লাখ ৭২ হাজার ৮৩৪ জন শিক্ষার্থী। অথচ ঢাকা বোর্ডের ১ হাজার ২০৫টি কলেজে আসন রয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৫৩ হাজার ৯০০টি। এই হিসাবে শুধু ঢাকা বোর্ডেই শূন্য থাকবে প্রায় ৮১ হাজার আসন। শূন্য আসনের বেশির ভাগই বিগত দু'তিন বছরে অনুমোদন পাওয়া কলেজ। শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, প্রতারণাকারী ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন তথাকথিত বিশেষায়িত কলেজগুলোর বিপুলসংখ্যক আসন এবার শূন্য থাকবে। এসব কলেজ শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন নিজেরা অবৈধভাবে করে দেয়াসহ নানা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েও প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারেনি।

পাশাপাশি এই ধরনের প্রতারণার বিরুদ্ধে শিক্ষা বোর্ডের কঠোর অবস্থানের কারণে প্রথম পর্যায়ে প্রতারিত শিক্ষার্থীরা ওই আবেদন বাতিল করে পছন্দ অনুযায়ী অনলাইন ও এসএমএসে আবেদনের সুযোগ পায়।

দেশের ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এবার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ১২ লাখ ৬৮ হাজার পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। আর একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আবেদন করেছে প্রায় ১২ লাখ শিক্ষার্থী। কিন্তু দেশের ৩ হাজার ৭৫৭টি কলেজে আসন রয়েছে প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ। এই হিসাবে একাদশ শ্রেণিতে প্রায় আড়াই লাখ আসন শূন্য থাকবে।

নতুন কলেজ অনুমোদন নীতিমালায় বলা আছে, প্রতিটি কলেজে প্রতি শিক্ষাবর্ষে প্রত্যেক বিভাগে কমপক্ষে ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হবে। অন্যথায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ ওই কলেজের অনুমোদন বা স্বীকৃতি বাতিল করতে পারে। এই হিসাবে এবার প্রায় ৩০০ কলেজ সংকটে পড়তে পারে, যেগুলো এবার শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারছে না।